দৈনিক সংবাদ
13 MAY 1989

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষা বিভাগে অনিয়ম

'শিক্ষা বিভাগের বর্তমান অবস্থা শিরোনামে সংবাদ-এর চিঠিপত্র বিভাগে একটি সুন্দর প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য সংবাদকে ও পত্র লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ। পত্রলেখক শিক্ষা বিভাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে যেমন পরিকল্পনা প্রধান, প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা পরিচালক, ইউনেস্কোর সচিব ও ঢাকা মডেল স্কুলের অধ্যক্ষ প্রভৃতি পদে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাবিহীন জুনিয়র ব্যক্তিকে নিয়োগদান এবং প্রাথমিক শিক্ষার মহাপরিচালক পদে শিক্ষা বিভাগের অত্যন্ত কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তা খুবই যুক্তিযুক্ত এবং এটি বর্তমান শিক্ষা বিভাগের অব্যবস্থার একটি বাস্তব চিত্র উন্মোচন করেছে। শিক্ষার উন্নতি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগ অনস্বীকার্য। কিন্তু সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ পদে যে সব নিয়োগদান করা হয়েছে তা নিয়মসম্মত হয়নি। শিক্ষা বিভাগে অনেক যোগ্যতম সিনিয়র ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও কেন অত্যন্ত কনিষ্ঠ ও পদের তুলনায় দু' স্কেল নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হলো তা বোধগম্য নয়। ফলশ্রুতিতে শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন কাজে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অগ্রগতি নিদারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে"। পরিকল্পনা প্রধান পরিকল্পনা সংক্রান্ত কোন কাজ না জানার কারণে অসংখ্য কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। যে সব প্রকল্পের কাজ এতদিনে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল তা কেবল ব্যক্তির অক্ষমতার কারণে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা শাখার অবস্থা একইরকম। তাছাড়া গত ডিসেম্বরে মহাপরিচালকের অবসরগ্রহণের পর যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তিনি একজন খুবই জুনিয়র ব্যক্তি। মহাপরিচালক যাকে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বও পালন করতে হয় এই পদে জোড়াতালি দিয়ে জুনিয়র ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে কি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে না? দায়িত্ব পাওয়ার পর মহাপরিচালক যেভাবে কাজ করছেন তাতে শুধু অব্যবস্থা ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে। একই কথা বলা যায় ইউনেস্কো কমিশন সম্পর্কে। এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কোনক্রমেই একজন অত্যন্ত কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে নিয়োগ করা মোটেই ঠিক হয়নি।'

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কিছুদিন পূর্বে শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কিত একটি বাস্তব চিত্র পত্রিকার মাধ্যমে উন্মোচিত হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোন সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। জুনিয়র ব্যক্তিগণ এখনও উক্ত পদে বহাল আছেন। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এমতাবস্থায় মহামান্য প্রেসিডেন্ট, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষা সচিবের এ বিষয়ে আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি এবং যোগ্যতাসম্পন্ন পদানুযায়ী সিনিয়র অফিসার নিয়োগ করে শিক্ষাকে অধঃপতনের হাত হতে রক্ষা করার আকুল আহ্বান জানাচ্ছি।

আহমেদ কাইয়ুম
বনানী, ঢাকা।

80